65754 - রমজান মাসে কুরআন খতম করা মুস্তাহাব

প্রশ্ন

প্রশ্ন: রমজান মাসে কুরআন খতম করা কি একজন মুসলমানের জন্য জরুরী? যদি উত্তর হ্যাঁ হয় তাহলে আমি এ সংক্রান্ত হাদিস পেশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।

প্রিয় উত্তর

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরজন্য।

এক:

দলিলসহ মাসয়ালার বিধান জানার আগ্রহের কারণে প্রশ্নকারী ভাইকে ধন্যবাদ দিতে হয়। কোন সন্দেহ নেই এটাই হওয়া উচিত। প্রত্যেক মুসলমানের সে চেষ্টাই করা উচিত। যাতে করে তিনি কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী হতে পারেন।

ইরশাদুল ফুহুল গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪৫০-৪৫১) শাওকানী (রহঃ) বলেন:

যখন এই সিদ্ধান্তে আসা গেল যে, একজন সাধারণ মানুষ আলেমকে জিজ্ঞেস করবে এবং একজন অপূর্ণ ব্যক্তি পরিপূর্ণ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবে, এরপর বলতে হয় সে ব্যক্তিদ্বীনদার ও তাকওয়াবান হিসেবে পরিচিত আলেমকে জিজ্ঞেস করবে- কিতাব ও সুন্নাহর জ্ঞানবান আলেম কে? কোন সে ব্যক্তি যার কাছে কিতাব ও সুন্নাহ বুঝার মতো প্রয়োজনীয় জ্ঞান রয়েছে? যাতে করে তারা তাকে উপযুক্ত ব্যক্তির সন্ধান দিতে পারেন। এরপর সে ব্যক্তি সন্ধানপ্রাপ্ত আলেমের কাছে গিয়ে তার মাসয়ালাটির কিতাব ও সুন্নাহ ভিত্তিক সমাধান চাইবে। এভাবে সে যথাযথ উৎস থেকে হক্ব বা সঠিক বিষয়টি গ্রহণ করবে। বিধানটি যিনি জানেন তার কাছ থেকে জানবে এবং যে আলেমের অভিমত শরিয়ত বিরোধি হওয়ার সম্ভাবনা আছে; সে মত থেকে নিজেকে নিষ্কৃতি দিবে।" সমাপ্ত

আদাবুল মুফতি ওয়াল মুসতাফতি গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-১৭১) ইবনুস সালাহ বলছেন:

সামআনি উল্লেখ করেছেন যে, মুফতির কাছে দলিল তলব করতে কোন বাধা নেই। যাতে করে ফতোয়াপ্রার্থী সাবধানতা অবলম্বন করতে পারে। মুফতি তাকে দলিল উল্লেখ করতে বাধ্য যদি ফতোয়াপ্রার্থী অকাট্যভাবে সেটা দাবী করে। আর যদি

অকাট্যভাবে দাবী না করে তাহলে তিনি বাধ্য নন; কারণ হতে পারে সাধারণ মানুষের বোধ হয়তো সে পর্যায়ে পৌঁছবে না। আল্লাহই ভাল জানেন। সমাপ্ত।

দুই:

হ্যাঁ, রমজান মাসে অধিক পরিমাণ কুরআন তেলাওয়াত করা এবং কুরআন খতম করতে সচেষ্ট থাকা মুস্তাহাব। তবে সেটা ফরজ নয়। অর্থাৎ খতম করতে না পারলে গুনাহ হবে না। তবে অনেক সওয়াব থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হবেন।

এর দলিল হচ্ছে- আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে ইমাম বুখারি (৪৬১৪) বর্ণিত হাদিস: "জিব্রাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট প্রতিবছর একবার কুরআন পাঠ পেশ করতেন। আর যে বছর তিনি মারা যান সে বছর দুইবার পেশ করেন।"

ইবনে কাছির (রহঃ) 'আল-জামে ফি গারিবিল হাদিস' গ্রন্থে (৪/৬৪) বলেন:

অর্থাৎ তিনি তাঁকে যতটুকু কুরআন নাযিল হয়েছে ততটুকু পাঠ করে শুনাতেন। সমাপ্ত

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণে সলফে সালেহিনের আদর্শ ছিল রমজান মাসে কুরআন খতম করা। ইব্রাহিম নাখায়ি বলেন: আসওয়াদ রমজানের প্রতি দুই রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন।[আস- সিয়ার, (৪/৫১)]

কাতাদা (রহঃ) সাতদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। রমজান মাস এলে প্রতি তিনদিনে একবার কুরআন খতম করতেন। শেষে দশ রাত্রি শুরু হলে প্রতি রাতে একবার কুরআন খতম করতেন।[আস সিয়ার, (৫/২৭৬)]

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি রমজানের প্রতি রাত্রিতে কুরআন খতম করতেন।[নববির 'আত তিবিয়ান (পৃষ্ঠা-৭৪)] তিনি বলেন: উক্তটির সনদ সহিহ।

মুজাহিদ (রহঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, আলী আল-আযদি রমজানের প্রতি রাত্রিতে একবার কুরআন খতম করতেন।[তাহযিবুল কামাল (২/৯৮৩)]

রবী' বিন সুলাইমান বলেন: শাফেয়ী রমজান মাসে ষাটবার কুরআন খতম করতেন।[আস সিয়ার (১০/৩৬)]

কাসেম বিন হাফেয ইবনে আসাকির বলেন: আমার পিতা নিয়মিত জামাতে নামায ও কুরআন তেলাওয়াত করতেন। প্রতি

শুক্রবারে কুরআন খতম করতেন। রমজান মাসে প্রতদিনি খতম করতেন।[আস সয়িার (২০/৫৬২)]

ইমাম নববি কুরআন খতমরে সংখ্যা বষিয়ক মাসয়ালার উপর টীকা লখিতে গয়িে বলনে:

এ বষিয়ে নর্িবাচতি অভমিত হচ্ছে- ব্যক্তি বশিষেরে ভন্নিতার প্রক্ষেতিে এ মাসয়ালার বধিানও ভন্নি হব। যে ব্যক্তি তার সূক্ষ্ম চন্তিা দয়িে খুঁটনিাটি বষিয় ঊদঘাটন করতে সক্ষম সে ব্যক্তি শুধু ততটুকু পড়বনে যতটুকু পড়ে তনিি এটি ভালভাবে বুঝে নতিে পারনে।অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইলম বতিরণে অথবা দ্বীনরে অন্য কোন বশিষে দায়ত্বি অথবা মানুষরে কল্যাণে নয়িোজতি রয়ছেনে তনিওি। সক্ষেত্রে তনিি ততটুকু পড়বনে যতটুকু পড়তে তার দায়ত্বি অবহলো না হয়। আর যদি ব্যক্তি এ শ্রণেীর কউে না হন তাহলে তনিি যত বশেি পড়তে পারনে তত বশেি পড়বনে; তবে যনে বরিক্তি আসার পর্যায়ে না পৌঁছে। সমাপ্ত[আত তবিয়ান (পৃষ্ঠা-৭৬)]

কুরআন তলোওয়াত ও কুরআন খতম করার এতো তাগদি ও এত গুরুত্বরে পরওে সটো মুস্তাহাব পর্যায়ে। এটি জরুরী ফরজ পর্যায়ে নয়; যটো না করলে কোন মুসলমান গুনাহগার হবনে।

শাইখ উছাইমীনকে জজ্ঞিসে করা হয়ছেলি: রোজাদাররে উপর কুরআন খতম করা কি ফরজ?

তনিি উত্তরে বলনে: রমজান মাসে রোজাদাররে জন্য কুরআন খতম করা ফরজ নয়। তবে ব্যক্তরি উচতি রমজানে বশেি বশেি কুরআন পড়া। এটাই ছলি রাসূলরে আদর্শ।গোটা রমজান মাসে জব্রিাইল (আঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে সাথে কুরআন পাঠ করতনে। সমাপ্ত [মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২০/৫১৬)]

আরও জানতে দখেুন 66063 ও 26327 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই ভাল জাননে।